ঝিনাইদহে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উভয় পক্ষের আহত ১০

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রপের সংঘর্ষ ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৬জনকে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) রাত ৭টার দিকে উপজেলার কোলা বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপিতে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ সমর্থিত উপজেলা যুবদল নেতা জলিল রানা ও কোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলীর মধ্যে কোলা বাজার ও আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বেশকিছুদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। সম্প্রতি একটি জমি দখল নিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে রুপ নেয়। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার পরে কোলা বাজারের বিভিন্ন জায়গায় ৩টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপর দুইগ্রুপের সদস্যরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

আহতরা হলো কোলা ইউনিয়নের খালকুলা গ্রামের ইলিয়াস মোল্লার ছেলে ও ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলী মোল্লা (৬০), নওয়াব আলীর ছেলে সিদ্দিক(৪০), কোলা গ্রামের আমজেদ মন্ডলের ছেলে জলিল রানা (৪৫), পার খালকুলা গ্রামের নুর আলীর ছেলে সাজ্জাদুর রহমান (৩৫), কোলা গ্রামের রোকমান খা’র ছেলে নজরুল ইসলাম (৫০)।

এছাড়াও অন্যান্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় কোলা বাজারে শুকুর গ্রুপ ও জলিল গ্রুপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বিকট আওয়াজে এলাকা প্রকম্পিত হয়।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মানিক কুমার জানান, আধিপত্ত বিস্তার করা নিয়ে এই সংর্ঘষ হয়েছে বলে ধারাণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

জখম করে। পরে লাল্টু তার লোকজন নিয়ে আমাদের ঘরবাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। আমরা এই ঘটনার সঠিক বিচার চাই।’

তুষার নামের স্থানীয় একজন বলেন, ‘লাল্টু এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে এই হামলা চালিয়েছে। হামলার পর আমার বাড়ি থেকে দুইটা ল্যাপটপ ও একটা কম্পিউটার এবং তিনটা ছাগল লুট করে নিয়ে যায়। এছাড়াও তারিকুলের গোয়ালঘর থেকে আড়াই লাখ টাকার গরু লুট করে যায়। এছাড়াও জাফরের ছেলে সজলের পালসার মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। লাল্টুর কারনে এলাকায় অশান্তি। আমরা এলাকায় শান্তি চাই। কোনো সংঘাত বা মারামারি চাই না।’ এরআগেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করেও কোন সুফল পায়নি।

কুমারখালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, ‘বাধবাজারে দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় দলাদলি, আধিপত্য ও জায়গাজমি নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ ছিল। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাজারে স্থানীয়দের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছি। একপর্যায়ে মারামারিতে রুপ নেয়। তিনজনের বাড়ী থেকে গবাদিপশু নিয়ে গেছে। কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখনো থানায় কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে পরবর্তী সময়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে কোটা বিরোধী শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগের হামলা, আহত-১০

ঝিনাইদহে কোটা বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের উজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

শিক্ষার্থী ও প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানায়, কোটা বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সকালে বিক্ষোভ মিছিল করার জন্য শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে জড়ো হয় শিক্ষার্থীরা। সে সময় শহরের পায়রা

চত্বর এলাকা থেকে ছাত্রলীগের একটি মিছিল লাঠি-সোটা নিয়ে পুলিশের বাঁধা উপেক্ষা করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। তারা লাঠি, রড দিয়ে শিক্ষার্থীদের মারধর করে ব্যানার কেড়ে নেয়। ভাংচুর করে মাইক। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে ছাত্রলীগ সেখান থেকে মিছিল সহকারে ফিরে যায়। হামলায় আন্দোলনকারী অন্তত ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে এলাকার থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব ও সাধারণ সম্পাদক আল ইমরানের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে ফোনটি রিসিভ করেননি।

কোটা বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর আবু হুরায়রা জানান, কোটা বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সকালে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে জড়ো হয় শিক্ষার্থীরা। সেসময় ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা লাঠি-সোটা নিয়ে আমাদের উপর হামলা করে। আমরা নিরীহ শিক্ষার্থী। আমাদের উপর এমন বর্বর হামলা করা হয়েছে। এতে আমাদের ৮/১০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শাহীন উদ্দীন জানান, সকালে কোটা বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের শহরের উজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জড়ো হয়। সেময় ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা একটি মিছিল নিয়ে যাওয়ার পর একটু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এরপরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নেয়।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১০

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দু-পক্ষের সৃষ্ঠ সংঘর্ষে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছেন।আহতদের মধ্যে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার রয়েছেন।

অন্যান্য আহতরা হলেন, সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে ফুরকান, নাসির উদ্দিনের ছেলে নাহিদুজ্জামান রাসেল, কামরুল ইসলামের ছেলে আবুল কালাম, আবুল কালামের ছেলে লিজন, মৃত রিয়াজউদ্দিনের ছেলে বদর উদ্দিন, এবং তার ভাই সবদুল ইসলাম।

আজ সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সকালের দিকে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতদের মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় বিরোধপূর্ণ জমিতে কালিগাংনী গ্রামের বদরুদ্দিনের নেতৃত্বে তার লোকজন চাষ করতে যান। এ সময় কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার বাধা দেন।

এসময় বাবুল আক্তার ও বদর উদ্দিনের মধ্যে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপের লোকজন দেশীয় অস্ত্র লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্ততপক্ষে ১০ জন আহত হন।

আহতদের মধ্যে ৭ জনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষই মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গাংনীতে বাস ও ড্রাম ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত-১০

গাংনীর বামন্দীতে গোল্ডেন এক্সক্লুসিভ পরিবহন ও একটি ড্রাম ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার ২১ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নয়টার সময় গাংনী উপজেলার বামন্দী বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে এই সড়ক দূর্ঘটনা সংগঠিত হয়। দুর্ঘটনার পরপরই বাসটির চালক হেলপার ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। এসময় সড়কে বেশ কিছু সময় যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিলো।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা গোল্ডেন লাইন পরিবহন ও মেহেরপুর থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতগামী ড্রাম ট্রাকের

মুখোমুখি সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। আহতরা স্থানীয় ক্লিনিগুলোতে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে স্থান ত্যাগ করেছে বলে তাদের পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির আইসি এসআই শরিফুল ইসলাম ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার রামচন্দ্রপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আহম্মদ আলী ও ইউপি সদস্য চান্নুর সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। সোমবার সকালে আলী আহম্মদের দুই সমর্থককে মারধর করে ইউপি সদস্য চান্নুর লোকজন। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে চান্নু মেম্বরের লোকজনকে প্রতিহত করতে আসে প্রতিপক্ষরা। একপর্যায়ে দুই গ্রুপের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের আহত হন অন্তত ১০ জন। এ সময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি নিয়ে যায়।

কালীগঞ্জ থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, দুই দলের বিরোধে সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে। সংবাদ শুনেই সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

শৈলকুপায় আ.লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ১০

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) সকালে উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নের শিতালী বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গত রোববার ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন ঝিনাইদহে যাওয়ার পথে ট্রাকচালকের সঙ্গে আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এর প্রেক্ষিতে ট্রাকের যাত্রীরা ট্রাকের কাঁচ ভেঙে দেয়। মঙ্গলবার সকালে আবারও এ নিয়ে ইউনিয়নের দলিলপুর গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা নায়েব আলী ও শিতালী গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা লাল্টু জোয়ার্দ্দারের সমর্থকদের মাঝে কথা কাটাকাটি হয়।

এরই জের ধরে শিতালী বাজারে উভয় পক্ষের লোকজন ঢাল সরকি রামদা, লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন রাউন্ড সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন আছে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উভয়পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছি। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে।